ভূমিকা: পদ ও পদার্থের সম্বন্ধকে 'বৃত্তি' বলা হয়। পদ ও পদার্থের সম্বন্ধরূপ বৃত্তি দুই প্রকার — শক্তি ও লক্ষণা। তাহলে সংকেতরূপ শক্তির মতো লক্ষণাও পদের একপ্রকার বৃত্তি। এজন্য অন্নংভট্ট দীপিকাতে বলেছেন, 'লক্ষণাপি শব্দবৃত্তিঃ'— শক্তির মতো 'লক্ষণা'ও পদের একপ্রকার বৃত্তি। "শক্তি' হল পদের সঙ্গে অর্থের এক প্রকার সম্বন্ধ, যে সম্বন্ধের দ্বারা একটি পদ কেবল মাত্র ঐ পদের অর্থকে জ্ঞাপন করে অথবা একটি অর্থের স্মারক হয়। এজন্য 'শক্তি' প্রসঙ্গে দীপিকাতে বলা হয়েছে, 'অর্থ-স্মৃতি-অনুকূল-পদার্থ-সম্বন্ধঃ শক্তি'। শক্তির দ্বারা যে অর্থের জ্ঞান হয় অথবা স্মরণ হয়, সেই অর্থকে বলে শব্দ্য' বা শব্দ্যার্থ'। শব্দ্যের সম্বন্ধই হল লক্ষণা। অন্নংভট্ট দীপিকাতে বলেছেন; 'শব্দ্য-সম্বন্ধো লক্ষণা'। শব্দ্যার্থের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত অর্থকেই বলা হয় 'লক্ষণা' বা 'লক্ষ্যার্থ'।

শক্তি ও লক্ষণার মধ্যে পার্থক্য:

পদের বৃত্তিরূপে শক্তির মতো লক্ষণার দ্বারাও একটি শব্দের অর্থ বোধিত হলেও সেই দুটি অর্থের মধ্যে— শক্তির দ্বারা বোধিত শব্দ্যার্থ এবং লক্ষণার দ্বারা বোধিত লক্ষ্যার্থের মধ্যে পার্থক্য আছে। সংকেতরূপ শক্তি শব্দের অর্থকে, শব্দ্যার্থকে, সাক্ষাৎভাবে বোধিত করে, আর লক্ষণা শব্দের অর্থকে, লক্ষ্যার্থকে, অসাক্ষাৎভাবে, পরম্পরাভাবে বোধিত করে। শক্তি কোন মাধ্যম ব্যতীত সরাসরিভাবে শব্দের অর্থ জ্ঞাপন করে। এজন্যই শব্দ্যার্থকে বলা হয় 'মুখ্যার্থ', আর লক্ষ্যার্থকে বলা হয় 'গৌণার্থ'। শব্দের গৌন অর্থ মুখ্য অর্থের ওপর নির্ভর করে। একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করে অন্নংভট্ট শব্দ্যার্থ ও লক্ষ্যার্থের মধ্যে - সাক্ষাৎ অর্থ ও অসাক্ষাৎ অর্থের মধ্যে — পার্থক্যকে বুঝিয়েছেন —

দৃষ্টান্তটি হল 'গঙ্গায়াং ঘোষঃ'—'ঘোষপল্লী গঙ্গায় অবস্থিত'। বাক্যটি যথাশ্রুত অর্থ গ্রহন করলে তা অর্থপূর্ণ হতে পারে না, অর্থহীন হয়। বাক্যটির যথাশ্রুত অর্থ হল, 'ঘোষপল্লী গঙ্গা নামক জলপ্রবাহে অবস্থিত', বস্তুত জলপ্রবাহে কোন পল্লী অবস্থান করতে পারে না, কোন মানুষ বসবাস করতে পারে না। কিন্তু বাক্যটি আমাদের

কাছে অর্থহীন নয় এবং প্রায়শই আমরা এমন কথা বলে থাকি। 'গোপপল্লী কোথায় আছে'? এমন জিজ্ঞাসার উত্তরে আমরা এমন বলে থাকি, 'গোপপল্লী গঙ্গার ওপরে অবস্থিত'। আসলে এখানে 'গঙ্গা' শব্দটির শব্দার্থ গ্রহন করা হয় না, লক্ষ্যার্থ বা লাক্ষনিক অর্থ গ্রহন করা হয়। 'গঙ্গা' শব্দের সাক্ষাত অর্থ বা শব্দার্থ হল 'জলপ্রবাহ', আর লক্ষ্যার্থ বা লাক্ষনিক অর্থ হল ঐ প্রবাহের সঙ্গে সামীপ্য-সম্বন্ধে যুক্ত 'তটভূমি' বা 'তীর'। 'গঙ্গায়াং ঘোষ', এই বাক্যে 'গঙ্গা' শব্দের শব্দার্থ জলপ্রবাহকে গ্রহন করলে বাক্যটি অর্থহীন হয়, কেননা ঘোষপল্লী গঙ্গারূপ জলপ্রবাহে অবস্থান করতে পারে না। বাক্যটিকে অর্থপূর্নরূপে গন্য করতে হলে 'গঙ্গা' শব্দের দ্বারা শব্দার্থের পরিবর্তে লক্ষ্যার্থকে গ্রহন করতে হবে এবং সেক্ষেত্রে বাক্যটির অর্থ হবে, 'ঘোষপল্লী গঙ্গার তীরে অবস্থিত', যা নিঃসন্দেহে অর্থপূর্ন। এই লাক্ষনিক অর্থটি এখানে 'শব্দার্থ-সম্বন্ধী', কেননা গঙ্গা শব্দের শব্দার্থ হল জলপ্রবাহ। আর ঐ জলপ্রবাহের সামীপ্য-সম্বন্ধী হল তটভূমি। গঙ্গা শব্দের সঙ্গে জলপ্রবাহের সাক্ষাত সম্বন্ধ, আর তীরের সঙ্গে পরম্পরা সম্বন্ধ। জল-প্রবাহের সঙ্গে সংযোগবশত সম্বন্ধ। 'গঙ্গায়াং ঘোষঃ' এই বাক্যে গঙ্গা শব্দের পরম্পরা অর্থই গ্রহন করা হয়েছে। পরম্পরা সম্বন্ধটি এ প্রকারঃ গঙ্গা-জলপ্রবাহ-তীর।

লক্ষনার প্রকারভেদঃ

অমলংভট্ট দীপিকাতে তিন প্রকার লক্ষনার উল্লেখ করেছেন। যথা—(১) জহৎলক্ষনা, (২) অজহৎলক্ষনা ও (৩) জহৎ-অজহৎ-লক্ষনা। জহৎ-লক্ষনাকে 'জহৎস্বার্থা লক্ষনা', অজহৎলক্ষনাকে 'অজহৎস্বার্থালক্ষনা' ও 'জহৎ-অজহৎ-লক্ষনাকে 'জহৎ-অজহৎস্বার্থা-লক্ষনা'ও বলা হয়। দৃষ্টান্তসহ প্রতিটি লক্ষনা ব্যাখ্যা করা গেল।

(১) জহৎলক্ষনা বা জহৎস্বার্থা লক্ষনাঃ

জহৎলক্ষনা প্রসঙ্গে অন্নংভট্ট বলেছেন, 'যত্র বাচ্যার্থস্য অন্বয়ানুপপত্তিঃ তত্র জহৎলক্ষনা', অর্থাৎ যেখানে পদের বাচ্যার্থের সঙ্গে বাক্যের অন্তর্গত অন্য পদের অন্বয় সম্ভব হয় না, সেখানে জহৎলক্ষনা হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ অন্নংভট্ট 'মঞ্চাঃ ক্রোশন্তি' এই বাক্যটি উল্লেখ করেছেন। এখানে বাক্যের অন্তর্গত 'মঞ্চ' পদে জহৎলক্ষনা হয়েছে। 'মঞ্চ' শব্দের সাধারণ অর্থ হল 'মাঁচা' এবং 'ক্রোশন্তি' শব্দের অর্থ ক্রোশ প্রদর্শন পূর্বক চীৎকার করা। মঞ্চ শব্দটির সাধারণ অর্থ মাঁচা এক প্রানহীন জড় পদার্থ, যা কখনো চীৎকার করতে পারে না। চীৎকার করা প্রানীর পক্ষেই সম্ভব। সুতরাং, বাক্যের অন্তর্গত মঞ্চ শব্দের সাধারণ অর্থের সঙ্গে অপর শব্দ চীৎকার -এর অন্বয় হয় না। কাজেই, 'মঞ্চাঃ ক্রোশন্তি' এই বাক্যটিকে অর্থপূর্নরূপে গ্রহন করতে হলে মঞ্চ শব্দটির সাধারণ অর্থ সম্পূর্নরূপে পরিত্যাগ করে অসাধারণ কথাটির অর্থটি গ্রহন করতে হবে।

'গঙ্গায়াং ঘোষ' এই বাক্যেও গঙ্গা পদে জহৎ লক্ষনা হয়। বাক্যটিকে অর্থপূর্নরূপে গ্রহন করতে হলে বাক্যস্থ 'গঙ্গা' শব্দের বাচ্যার্থ বা শব্দার্থ যে 'জলপ্রবাহ' তাকে সম্পূর্নরূপে পরিত্যাগ করে শব্দটির অসাধারণ লাক্ষনিক অর্থ 'তীর'কে বুঝতে হয়। এমন ক্ষেত্রে 'গঙ্গায়াং ঘোষ':, এই বাক্যটির অর্থ হয়, 'ঘোষপল্লী গঙ্গা-তীরে অবস্থিত', যা আমাদের সবার কাছে বোধগম্য। এক্ষেত্রেও লক্ষনাটি হল জহৎলক্ষনা, কেননা বাক্যটিকে অর্থপূর্ন করার জন্য 'গঙ্গা' শব্দের বাচ্যার্থকে সম্পূর্নরূপে পরিত্যাগ করে লক্ষ্যার্থকে গ্রহন করা হয়েছে।

(২) অজহৎলক্ষনা বা অজহৎ-স্বার্থা-লক্ষনা:

অজহৎ লক্ষনা প্রসঙ্গে অন্নংভট্ট দীপিকাতে বলেছেন, বাচ্যার্থস্য 'অপি অন্বয়ঃ' তত্র অজহৎ ইতি, অর্থাৎ যেখানে পদের বাচ্যার্থের সঙ্গে বাক্যের অন্তর্গত অন্য পদের অন্বয় সম্ভব হয়, সেখানে অজহৎলক্ষনা হয়। অন্যভাবে বলা চলে, 'যে স্থলে পদের বাচ্যার্থ ও লক্ষ্যার্থ, উভয়বিধ অর্থ গৃহীত হয়, সেস্থলে অজহৎলক্ষনা

হয়। এক্ষেত্রে শব্দের বাচ্যার্থ পরিত্যক্ত না হয়ে লক্ষনা হয়, অর্থাৎ অসাক্ষাৎ লাক্ষনিক অর্থটি সাক্ষাৎ অর্থকে পরিত্যাগ করে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ অন্নংভট্ট 'ছত্রিনো গচ্ছন্তি' বাক্যটি উল্লেখ করেছেন। 'ছত্রিনো' অর্থে ছত্রধারী ব্যক্তি, গচ্ছন্তি অর্থে গমন করা বা যাওয়া। দূর থেকে কোন ব্যক্তি একদল রথ-বাহিত-ছত্রী; গজবাহি, অশ্বারোহী, পদাতিক সেনাকে যেতে দেখে যখন বলেন, 'ছত্রিনো গচ্ছন্তি' তখন বাক্যস্থ ছত্রি পদে অজহৎলক্ষনা হয়। এখানে ছত্রি শব্দের দ্বারা কেবল বাচ্যার্থ 'ছত্রধারী' বোধিত হলে বাক্যের অন্তর্গত 'গচ্ছন্তি' শব্দটির সম্পূর্ন ব্যাখ্যা হয় না, কেননা ছত্রধারী যাওয়া ক্রিয়ার সঙ্গে রথবাহিত ছত্রিগনই কেবল যুক্ত নয়, গজবাহিত, অশ্ববাহিত, পদাতিক সেনাগনও যুক্ত। কাজেই, 'ছত্রিনো গচ্ছতি' বাক্যটির অর্থকে আংশিকভাবে প্রকাশ না করে সম্পূর্নভাবে প্রকাশ করতে হলে ছত্রি শব্দের সাক্ষাৎ অর্থ ছত্রধারী এবং ছত্রীদের সান্নিধ্যবশত অসাক্ষাৎ অর্থ অছত্রধারী — উভয়কেই গ্রহন করতে হবে। ছত্রিনো গচ্ছন্তি বাক্যটির অর্থ হল, একদল সেনা যুদ্ধে যায় যাদের কিছু রথবাহিত ছত্রধারী, সবাই নয়। কাজেই ছত্রি অর্থে, ছত্রি পদাতি গজ তুরগাদি ঘটিত এক সমুদায়' অর্থাৎ ছত্রি ও অছত্রি — ছত্রধারী এবং ছত্রহীন উভয়কেই বোঝায়। 'যাওয়া ক্রিয়াটি' ছত্রধারী ও ছত্রহীন উভয়ের দ্বারা সংঘটিত হওয়ায় এখানে ছত্রি শব্দের সাক্ষাৎ অর্থ শক্যার্থ এবং অসাক্ষাৎ লক্ষ্যার্থ — উভয় অর্থকেই গ্রহন করতে হয় বলে ছত্রি শব্দে অজহৎলক্ষনা হয়।

(৩) জহৎ - অজহৎ লক্ষনা বা জহৎ-অজহৎ-স্বার্থা লক্ষনাঃ

জহৎ-অজহৎ-লক্ষনা প্রসঙ্গে অন্নংভট্ট দীপিকাতে বলেছেন, 'যত্র বাচ্যৈক-দেশ-ত্যাগেন একদেশান্বয়ঃ, তত্র জহদজহদিতি; অর্থাৎ যেখানে এক বাচ্যার্থ বা শক্যার্থের সঙ্গে অন্য বাচ্যার্থ-এর অন্বয় সম্ভব না হওয়ায় বাচ্যার্থ

দুটির এক অংশ গ্রহন ও অন্য অংশ বর্জন করতে হয়, সেখানে জহৎ-অজহৎ লক্ষনা হয়। অন্য ভাবে বলা যায়, যে লক্ষণাতে বাচ্যার্থের এক অংশ পরিত্যাগ করে অন্য অংশ গ্রহন করা হয়, তাকে বলে জহৎ-অজহৎ লক্ষনা'। দৃষ্টান্ত স্বরূপ অদ্বৈতবেদান্তে উপনিষদের 'তৎ-ত্বম্-অসি' বাক্যটি উল্লেখ করে নৈয়ায়িক হয়েও, অদ্বৈতসম্মতভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। তত্ত্বমসি উপনিষদের এই মহাবাক্যটির অর্থ হল, তুমি হও সেই। তৎ অর্থে তুমি অর্থাৎ জীবচৈতন্য বা জীবাত্মা; আর ত্বম্ অর্থে সেই অর্থাৎ পরচৈতন্য বা পরমাত্মা। 'তৎ-ত্বম-অসি' বাক্যটিতে জীবাত্মা ও পরমাত্মাকে অভিন্ন বলা হয়েছে। কেননা 'তুমিই সেই' বাক্যটির এখানে অর্থ হল 'জীবাত্মাই পরমাত্মা', 'জীবচৈতন্যই পরমচৈতন্য'। কিন্তু জীবাত্মা ও পরমাত্মার; খন্ডচৈতন্য ও অখন্ডচৈতন্যের, অল্পজ্ঞতা ও সর্বজ্ঞতার —এমন দুটি বিরুদ্ধ বিষয়ের অভেদ হতে পারে না, যেমন নীলঘট ও পীতঘট বিরুদ্ধ হওয়ায় তাদের অভেদ হতে পারে না।

তত্ত্বমসি' উপনিষদের এই বাক্যটিকে বোধগম্য করার জন্য অদ্বৈত পন্ডিতগন বাক্যস্থ পদদুটি থেকে —'জীবাত্মা' ও 'পরমাত্মা' এই পদ দুটি থেকে —জীব ও পরম এই বিশেষণ দুটি পরিত্যাগ করে অবশিষ্ট অংশের, আত্মা বা চৈতন্য এই অংশের অর্থ গ্রহন করেছেন। বিশেষণ-বিরহিত পদ দুটি চৈতন্যমাত্রকে বোধিত করে। যেমন, (জীবচৈতন্য - জীব = চৈতন্য), তেমনি (পরমচৈতন্য - পরম = চৈতন্য)। এভাবে, পদদুটির আপাত অর্থের এক অংশ পরিত্যাগ করে এবং অন্য অংশ গ্রহন করে তৎ এবং ত্বম্-এর মধ্যে অভেদ কল্পনা করে বলা চলে, 'তৎ-ত্বম্-আসি'। অদ্বৈতবেদের মতে, বাক্যটির এপ্রকার অর্থ-বোধের ক্ষেত্রে 'তৎ' এবং 'ত্বম্' পদে জহৎ-অজহৎ-লক্ষনা হয়।